রবীন্দ্রনাথ শ্রী অরবিন্দের দ্বারা বিষেশভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। । এছাড়া ঠাকুর রামকৃষ্ণের সাধনার মুখ্য উপজীব্য সমগ্র বিশ্বের যে মানবসমাজ, সেই সাধনাই যেন রবীন্দ্রনাথের চিন্তাধারায় মূর্ত হয়ে উঠেছে। ইউরোপ বা পাশ্চাত্যের সভ্যতায় জাতীয়তাবাদই দেশবাসীর চরম বা অন্তিম অবলম্বন রূপে গণ্য হয়ে আসছে। কিন্তু ভারতবাসীর অন্তিম লক্ষ্য সব ধরণের ভেদাভেদ ও বৈচিত্র্যকে অতিক্রম করে বিশ্বব্যাপী এক মহাজাতি নির্মাণের সাধনা—আন্তর্জাতিকতায় উত্তরণের এক কঠিন প্রয়াস। এই মহান প্রয়াসে নিজেদেরকে শামিল করেছেন মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য, ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ, রবীন্দ্রনাথ, স্বামী বিবেকানন্দ ও ঋষি অরবিন্দ। ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির মূল সুর বিবিধের মধ্যে মহামিলনের আহ্বানই যেন তাঁদের কথায় ধ্বনিত হয়েছে। বিশ্ব মানবের অন্তরতম ঐক্যোপলব্ধির মাধ্যমেই এই পরম সত্যের সন্ধান পাওয়া সম্ভব। রবীন্দ্রনাথ থেকে শ্রীঅরবিন্দ এপথেই আন্তর্জাতিকতায় উত্তীর্ণ হয়েছেন।

পাশ্চাত্যে রাষ্ট্র গঠনের প্রক্রিয়ায় জাতীয়তাবাদ অন্যতম নির্ধারক হলেও ভারতীয় ভাবধারায় একে অতিক্রম করে আন্তর্জাতিকতায় উত্তীর্ণ হওয়ার যে প্রয়াস তাও এক পরম সত্য কারণ জাতীয়তাই মানবসভ্যতার ইতিহাসে শেষ কথা নয়। জাতীয়তার ধারণায় আবদ্ধ থাকার অর্থ মানুষের অমিত সম্ভাবনা ও ক্রমোচ্চ স্তরে উত্তরণের প্রক্রিয়াকে স্তব্ধ করে দেওয়া। এর ফলে মানুষে মানুষে সংযোগ সাধনের প্রক্রিয়াই ব্যাহত হবে। তাই এই সংযোগ প্রক্রিয়াকে সচল রাখার প্রয়াসই হল আন্তর্জাতিকতাবাদ। এই উপমহাদেশ তথা ভারতের সাধনাই হচ্ছে এই প্রক্রিয়াকে সচল রাখা, গতিশীল করে তোলা। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য থেকে রবীন্দ্রনাথ সেই ধারাই বহন করেছেন।

রবীন্দ্রনাথ মনে করতেন পাশ্চাত্যের রাষ্ট্রভাবনার বিভিন্ন প্রত্যয় যেমন নেশন, স্টেট, গর্ভনমেন্ট, প্রভৃতির আলোকে ভারতীয় উপমহাদেশের সমাজ বা রাষ্ট্র সম্পর্কিত ধ্যান-ধারণা নির্মাণ করা বা নির্ধারণ করা যুক্তিযুক্ত হবে না। তাঁর মতে প্রাচ্য তথা ভারতীয় সমাজ ও সভ্যতার ভিত্তি ও আদর্শ সম্পূর্ণতই পাশ্চাত্যের সংশ্লিষ্ট ধারণাসমূহ থেকে ভিন্ন। ভারতের গ্রাম-সমাজকেই তিনি শাশ্বত ভারতের মূল ভিত্তি রূপে চিহ্নিত করেছেন। ভারতীয় সভ্যতার চিরায়ত মূল্যবোধসমূহই গ্রামীণ ভারতের চালিকা শক্তি। তাই রবীন্দ্রনাথ পাশ্চাত্য সভ্যতা ও বিদেশী শাসনের জাতাকলে পিষ্ট গ্রাম-সমাজের পুনর্গঠনের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। এই প্রশ্নে তিনি স্বনির্ভর গ্রামীণ অর্থনীতি ও চিরায়ত সংস্কৃতির অনুশীলনের মাধ্যমে আত্মশক্তি অর্জনের কথা বলেছেন। তাঁর মতে এই পথেই স্বদেশী সমাজ নির্মাণ সম্ভব হবে এবং এই প্রক্রিয়ায় ভারতের জনসাধারণের প্রকৃত মুক্তি লাভ ঘটবে। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় রবীন্দ্রনাথের এই দৃষ্টিভঙ্গি ও মহাত্মা গান্ধীর গ্রাম-স্বরাজের ধারণার মধ্যে যথেষ্ট নৈকট্য পরিলক্ষিত হয়।

রবীন্দ্রনাথের মতে ব্রিটিশ শাসকেরাই ভারতে 'নেশন'-এর ধারণা এনেছেন এবং তাদের জাতি-রাষ্ট্রের (nation-state) কাঠামোর অনুকরণে এদেশে পাশ্চাত্যমুখী রাষ্ট্র নির্মাণের প্রক্রিয়া শুরু করেন। তাঁর মতে একটি জনগোষ্ঠী যখন কোন যান্ত্রিক উদ্দেশ্য পূরণের জন্য রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দিক থেকে ঐক্যবদ্ধ ভূমিকা গ্রহণ করে, তখন তা 'নেশন'-এ পরিণত হয়। অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের মতে নেশন হল একটি জনগোষ্ঠীর স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য সুসংগঠিত ও সুসংবদ্ধ রূপ ধারণ। তাঁর মতে স্বার্থের সংঘাত ও লোভ নেশনের যান্ত্রিক উদ্দেশ্য পূরণের চালিকা শক্তি রূপে কাজ করে। অপর দিকে ভারতীয় সভ্যতার মূল মন্ত্র হল—নিজে বাঁচো এবং অপরকে বাঁচতে দাও (Live and Let Live)। এই দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী পারস্পরিক আদান-প্রদান ও সহযোগিতার ভিত্তিতে মানবসমাজ গড়ে উঠেছে। রবীন্দ্রনাথের মতে পাশ্চাত্যের জাতীয়তাবাদী ধারণা সহযোগিতার ভিত্তিতে গড়ে ওঠা মানবসমাজের মূল ভিত্তিকেই আঘাত করে।

রবীন্দ্রনাথের মতে ইউরোপে জাতীয়তাবাদের উন্মেষ ঘটে ধনতন্ত্রের বিকাশ ও তার ফলে উদ্ভূত সাম্রাজ্যবাদী শাসন ও শোষণের মাধ্যমে। অর্থাৎ তাঁর মতে পাশ্চাত্য জাতীয়তাবাদের অনিবার্য ও চূড়ান্ত পরিণতি হয় সাম্রাজ্যবাদ। জাতীয়তাবাদে উদ্বুদ্ধ একটি জাতির অপর জাতির উপর আধিপত্য বিস্তারের ঘটনা ইতিহাসে বিরল নয়। তাই রবীন্দ্রনাথ একে হিংসা ও শোষণের অন্যতম উৎস রূপে চিহ্নিত করেছেন। এই কারণেই রবীন্দ্রনাথ জাতীয়তাবাদকে মানবসভ্যতার পক্ষে বিপজ্জনক বলে অভিহিত করেন। তাঁর মতে ধর্ম, ভাষা, বর্ণ, সংস্কৃতি, প্রভৃতির ভিত্তিতে বিকশিত উগ্র জাতীয়তাবাদ মানুষের মধ্যে বিভেদ, অনৈক্য, ঘৃণা ও সংকীর্ণতার জন্ম দেয়। এর ফলে মানবসমাজে স্বার্থপরতা, আত্মকেন্দ্রিকতা ও ক্ষুদ্র গোষ্ঠীচেতনার উন্মেষ ঘটে। তাই মানবতাবাদী রবীন্দ্রনাথ ভারতের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সব পর্যায়কে নিঃশর্ত সমর্থন জ্ঞাপন করেন নি। অন্যভাবে বলা যায় রবীন্দ্রনাথের স্বদেশচিন্তার ক্ষেত্রে সংকীর্ণতা ও অমানবিকতার কোন স্থান ছিল না। এই দৃষ্টিভঙ্গির কারণেই তাঁর স্বদেশভাবনাকে নিঃসন্দেহে অসাম্প্রদায়িক বলা চলে।

রবীন্দ্রনাথ সমগ্র মানবসমাজকে এক ও অখণ্ড রূপে কল্পনা করেন। তাই তিনি বিভিন্ন জাতি ও মানব গোষ্ঠীর মধ্যে অনৈক্য ও বিরোধ অপেক্ষা ঐক্য ও সংহতি স্থাপনের উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করেন। তাঁর মতে বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যসাধন ও বিভিন্নতার মধ্যে সংহতি ও সমন্বয় স্থাপনই ভারতের চিরন্তন ঐতিহ্য। এই ঐতিহ্য রক্ষার জন্য রবীন্দ্রনাথ তাঁর ন্যাশনালিজম্ গ্রন্থে ভারতবাসীকে সতর্ক করেছেন। তাঁর মতে ভারতে কখনোই জাতি বা নেশনভিত্তিক রাষ্ট্রব্যবস্থা ছিল না। কোন রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক লক্ষ্য পূরণে ভারতের ঐক্য প্রক্রিয়া চালিত হয় নি, বরং সামাজিক কার্যাবলী ও আদান-প্রদানের মাধ্যমে উদ্ভুত এক সামাজিক চালিকা শক্তিই এদেশের

বহুত্ববাদী সমাজে ঐক্যের প্রয়াস সাধন করেছে। তাই রবীন্দ্রনাথ সমাজ-ভিত্তিক রাষ্ট্রের উপর গুরুত্ব দিয়েছেন, পাশ্চাত্যের জাতিরাষ্ট্রের ধারণার ভিত্তিতে ভারতের সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থার বিশ্লেষণ করেন নি। তাঁর মতে ভারতীয় ঐতিহ্য ও মানসে প্রচলিত পশ্চিমী জাতীয়তাবাদী ধারণার প্রভাব বৃদ্ধি প্রকৃতপক্ষে চিরাচরিত ভারতীয় ঐতিহ্যের ধ্বংসে ত্বরান্বিত করবে। তিনি মনে করেন, এর ফলে ভারতের সমন্বয়ধর্মী ঐতিহ্যের পরমতসহিষ্ণুতার আদর্শ বিনষ্ট হবে। এর চূড়ান্ত পরিণাম হবে আঞ্চলিকতা, প্রাদেশিকতা, ধর্মীয় ও ভাষাগত সাম্প্রদায়িকতার উদ্ভব। তাঁর এই অভিমত স্বাধীন ভারতে আজ সত্য বলে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। একই সাথে পশ্চিমী জাতীয়তাবাদের আগ্রাসী মনোভাবই সাম্রাজ্যবাদের উদ্ভব ও বিস্তারের মূল কারণ, রবীন্দ্রনাথের এই ধারণা ও ইতিহাসের নির্মম সত্য রূপে বর্তমানে স্বীকৃতি লাভ করেছে।

সত্য, সুন্দর ও স্বাধীনতার পূজারী রবীন্দ্রনাথ মনে করেন সামাজিক প্রথা ও নিয়ন্ত্রণের দ্বারা বিভিন্নতার মধ্যে ঐক্য ও সমন্বয়সাধনের প্রয়াসই ভারতের সাধনা। তাঁর মতে এই প্রক্রিয়ায় নৈতিক মূল্যবোধের উপর ভিত্তি করে এদেশের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের প্রয়াস সাফল্য পেতে পারে। অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ রাষ্ট্র অপেক্ষা সামাজিক শক্তি ও কর্মতৎপরতার উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তিনি বিশ্বাস করতেন, সমাজের সম্মিলিত সংহতির মধ্যেই ভারতের অগ্রগতি নিহিত আছে। সামাজিক দায়িত্বশীলতা ও স্বতঃস্ফূর্ততা সামগ্রিক বিকাশ ত্বরান্বিত করবে। রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস করতেন সমাজের স্বাধীনতার মধ্যেই এদেশের স্বাধীনতা মূর্ত হয়ে উঠবে।

রবীন্দ্রনাথ সুসংহত ও পরিপূর্ণ এক সমাজগঠনের মাধ্যমে ভারতীয়দের আত্মশক্তি অর্জনের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

তাঁর এই ভাবনার সাথে স্বামী বিবেকানন্দের ভাবনার যথেষ্ট সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়।

তাঁর মতে রাষ্ট্র অপেক্ষা বৃহত্তর সমাজের গুরুত্ব অধিক। কারণ এখানেই ব্যক্তির সমষ্টি চেতনার উন্মেষ ও বাস্তবায়ন সম্ভব।